তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

নবীনগরে ১৮৪টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য

■ নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

নবীনগর উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৫টি প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ওই বিদ্যালয়গুলোতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন সহকারী শিক্ষকরা। এছাড়া উপজেলায় নতুন পুরাতন ও সৃষ্ট মিলে ৯৯টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক ও শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, পৌরসভাসহ ২১টি ইউনিয়নের ২২১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি মঞ্জুরিকৃত প্রধান শিক্ষকের পদ ২১৮টির মধ্যে ৮৫টি, সহকারী শিক্ষকের ১২০৩টির মধ্যে ৯৯টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। উপজেলার ৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এসব ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা দাপ্তরিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকটে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা জানান, আমরা সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচ/ছয় ঘণ্টা ক্লাস নেই। এছাড়াও বিদ্যালয় বহির্ভূত রাষ্ট্রীয় কাজ যেমন ভোটগ্রহণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, শিশু জরিপ, খানা জরিপ, আদমশুমারিসহ অফিসিয়াল নানা কাজ করতে হয়। আমাদের নির্ধারিত ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেদিন দাপ্তরিক কাজে শিক্ষা অফিসে ছুটতে হয়, সেদিন ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না, এতে ব্যাহত হয় শিক্ষার্থীদের পাঠদান।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শরীফ রফিকুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হলে এসব জটিলতা থাকবে না, তাছাড়া এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বার বার জানানো হয়েছে।